

জেলার নামঃ কুষ্টিয়া

প্রশ্ন ১) সব হ্যাকিং অপরাধ নয় কেন?

উত্তরঃ সব হ্যাকিং মূলত অপরাধ। কিন্তু হ্যাকিং যদি কোন ভালো উদ্দেশ্যে হয় তবে তা অপরাধ নয়। এই ধরনের হ্যাকিং কে ইথিক্যাল হ্যাকিং বলে। একজন হ্যাকার যা করবে বা করে, এথিক্যাল হ্যাকার ও তাই করে। কিন্তু একজন এথিক্যাল হ্যাকার এটার জন্য আগে থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়। বেশিরভাগ সময় যেটা হয় নিরাপত্তা সচেতন কোম্পানি গুলো নিজে থেকেই এথিক্যাল হ্যাকার সাথে যোগাযোগ করে। দুর্বলতা বের করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি বা টেকনিক বা টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। আর কাজ শেষে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট দেয়া হয়। রিপোর্ট এ আপনি কি কি দুর্বলতা বের করতে পারলেন, কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করলেন, কোন কোন দুর্বলতা বের করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন এইসব থাকে। এই ধরনের হ্যাকিং অপরাধ নয়।

প্রশ্ন ২) হ্যাকাররা কিভাবে দূরে থেকেও আমাদের ডিভাইসকে হ্যাক করে?

উত্তরঃ হ্যাকাররা মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের ডিভাইসে প্রবেশ করে এবং হ্যাক করে। কাজেই আমাদের ডিভাইস যদি ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত না থাকে তাহলে হ্যাকাররা সেটা হ্যাক করতে পারবে না।

প্রশ্ন ৩) যদি ফেসবুকে কোন ভুয়া মেসেজ রিকুয়েস্ট আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব?

উত্তরঃ যদি ফেসবুকে কোন ভুয়া মেসেজ রিকুয়েস্ট আসে সেই ক্ষেত্রে অপরিচিত কেউ হলে রিকুয়েস্ট অ্যাক্সেপ্ট না করাই ভালো। আর যদি বারবার রিকুয়েস্ট আসতে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে ব্লক দিলে পারো।

প্রশ্ন ৪) ব্যক্তিগত ওয়াইফাই ব্যবহার আমাদের জন্য নিরাপদ কিনা?

উত্তরঃ ব্যক্তিগত ওয়াইফাই বিশেষ করে পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড ওয়াইফাই আমাদের জন্য নিরাপদ। এই ক্ষেত্রে হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রশ্ন ৫) কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হ্যাক হলে সরকার থেকে কোন সহায়তা পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তরঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হ্যাক হলে সরকারী পর্যায়ে কোন সহায়তা পাওয়া যাবে না। তবে এই ক্ষেত্রে [facebook.com/hacked](https://www.facebook.com/hacked) এই সাইটে গিয়ে আইডি পুনরুদ্ধার করা যাবে।

প্রশ্ন ৬) ফেসবুক আইডি লক করে রাখলে সেটা হ্যাক হতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ ফেসবুক আইডি লক করে রাখলে সেটা হ্যাক হতে পারে। তবে সেটা হ্যাক করা একটু কঠিন হবে। কাজেই ফেসবুক আইডি হ্যাক করে রাখাই ভালো।

প্রশ্ন ৭) মাঝে মধ্যে আমাদের ফেসবুক আইডি টেম্পোরারি ব্লক করে দেওয়ার কারন কি?

উত্তরঃ ফেসবুক ব্যবহারের কিছু নিয়ম কানুন আছে। যদি কেউ সেটা ভঙ্গ করে তবে ফেসবুক কতৃপক্ষ আইডি ব্লক করে দিতে পারে। যেমন কোন অসামাজিক কথাবার্তা, অসামাজিক ছবি, রাজনৈতিকভাবে আক্রমণাত্মক কথাবার্তা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮) যদি ফেসবুকে কেউ বাজে মেসেজ দেয় সেইক্ষেত্রে আমরা কি করব?

উত্তরঃ যদি ফেসবুকে কেউ বাজে মেসেজ দেয় সেইক্ষেত্রে তোমরা তাকে ব্লক দিতে পারো। এই সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হলো অপরিচিত কাউকে ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ না করা। যদি পরিচিত কেউ এইরকম বাজে মেসেজ দেয় সেইক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাদের বাসায় বিষয়টা অবগত করবে।

প্রশ্ন ৯) ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার ও হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার বলতে কি বুঝ?

ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকারঃ ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকাররা বিভিন্ন কম্পিউটার সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক হ্যাক করে নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। যেমন – ক্রেডিট কার্ডের পাসওয়ার্ড চুরি, ব্যক্তিগত তথ্যচুরি করে অন্য কোন গুপের কাছে বিক্রি করা, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালিয়ে ওয়েবসাইট ডাউন করে দেয়া ইত্যাদি। তারা যে নিজে শুধুমাত্র আক্রমণই করে তা কিন্তু নয়। বরং বিভিন্ন সিস্টেমের নানা খুঁত খুঁজে বের করে অন্যান্য ক্রিমিনাল গুপের কাছে সেই তথ্যগুলো বিক্রিও করে দেয়। এক কথায় ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার বলতে বোঝায় যারা হ্যাকিং করে শুধুমাত্র নিজে লাভবান ও অন্যের ক্ষতি করার জন্য।

হোয়াইট হ্যাট হ্যাকারঃ হোয়াইট হ্যাট হ্যাকাররা হলো ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকারদের বিপরীত। তাদের আরেক নাম ‘ইথিক্যাল হ্যাকার’। এরা মূলত সিকিউরিটি এক্সপার্ট যাদেরকে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের সিস্টেমের দুর্বলতা খুঁজে বের করার জন্য নিয়োগ দেয়। ধরুন, একজন ইথিক্যাল হ্যাকারকে আপনি আপনার কোম্পানির সিস্টেমের নানা নিরাপত্তা ত্রুটি খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন। এখন সে সিস্টেম হ্যাক করে আপনাকে ইনফর্ম করবে যে সিস্টেমের কোন কোন জায়গায় ত্রুটির কারণে সে হ্যাক করতে পারল এবং তা কিভাবে ঠিক করা যাবে। ফলে আপনার কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আক্রমণে ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবে। অর্থাৎ একজন হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার অনুমতি সাপেক্ষে সিস্টেম হ্যাক করে ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং এতে সে কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

প্রশ্ন ১০) হোয়াটসএপ বা ম্যাসেঞ্জারে স্প্যাম লিংক কিভাবে চিহ্নিত করব?

উত্তরঃ হোয়াটসএপ বা ম্যাসেঞ্জারে অপরিচিত লোকের পাঠানো লিংক ওপেন করা উচিত নয়। লিংকের সাথে যে **thumbnail image** আসে তা থেকে লিংকে আসলে কি আছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া কোন লিংক **https:** দিয়ে শুরু হলে সেই লিংকটিকে নিরাপদ ধরা যেতে পারে।

প্রশ্ন ১১) সাইবার অপরাধের শিকার হলে অনেক সময় কারো সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করা নিয়ে আমরা দ্বিধাদ্বন্দে ভুগতে থাকি যা থেকে বিষয়গুলো জটিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ মা বাবা আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাই এধরনের কোন ঘটনা ঘটলে নির্দিধায় মা বাবাকে জানাতে হবে। যে সাইবার অপরাধের শিকার হল সে আসলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দায়ী নয়। তাই সংকুচিত বা লজ্জিত বোধ করার কোন কারণ নেই। প্রয়োজনে শিক্ষকদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ১২) ফেসবুকে অপরিচিত লোক মেসেজ দিলে কি করা উচিত?

উত্তরঃ অপরিচিত লোকের সাথে ম্যাসেজ আদান প্রদান না করাই উচিত। বারবার বিরক্ত করলে ব্লক করে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১৩) ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হলে কি করব?

উত্তরঃ ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হলে <http://facebook.com/hacked> এই লিংকে গিয়ে ধাপগুলো অনুসরণ করে একাউন্ট পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এছাড়া ফেসবুক একাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় এনআইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করা উচিত।

প্রশ্ন ১৪) কোন ফোটোগ্রাফার এর ছবি অনুসরণ করে ছবি ঐকে ফেসবুকে পোস্ট করলে কপিরাইট লঙ্ঘন হবে কিনা?

উত্তরঃ ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার না করলে কপিরাইট লঙ্ঘন হবে না। তবে এক্ষেত্রে মূল শিল্পীর নাম উল্লেখ করা দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১৫) ডিভাইস হ্যাকড হলে কি করব?

উত্তরঃ স্মার্টফোন হ্যাকড হলে সংশ্লিষ্ট দোকানে নিয়ে যেতে হবে। নিজ থেকে কিছু করার চেষ্টা না করা উচিত। স্মার্টফোন কেনার সময় ব্র্যান্ডশপ থেকে কেনা উচিত। এছাড়া স্মার্টফোনে এপ ইন্সটল করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ইন্সটলেশন এর আগে প্লে স্টোরের এপের রিভিউ পড়ে দেখা যেতে পারে

প্রশ্ন ১৬) মোবাইল গেম আসক্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে বই পড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বা যেকোন সৃজনশীল কাজে নিজেবে বেশি করে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এই আসক্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।